মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলির জন্য জলবায়ু ও পরিবেশ সনদ

ভূমিকা

বর্তমানের জলবায়ু এবং পরিবেশজনীত সংকটগুলি মানুষের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে আমাদের খাদ্য, জল এবং আর্থিক নিরাপত্তা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যদিও এই সংকটগুলি সকলকেই প্রভাবিত করছে কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্য যাদের অবদান সবচেয়ে কম, আজ তারাই সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত — এবং এটি ক্রমশ খারাপের দিকেই এগোচ্ছে।

আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবন ও অধিকারগুলিকে আমরা ঠিক কতটা সুরক্ষিত করতে পারবো তা সবটাই নির্ভর করছে বর্তমান কাজের সক্ষমতা ও সাফল্যের উপর। অর্থাৎ, গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি বন্ধ করতে, পরিবেশ অবক্ষয় রোধ করতে, ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির সাথে মানিয়ে নিতে এবং সংকট প্রভাবিত ক্ষয়ক্ষতির মোকাবিলা করতে আমাদের সঠিক পরিকল্পনাগুলির ওপর।

মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে আমরা এই সংকটের মাত্রা এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় সাড়া দেওয়ার মতো আমাদের সীমিত ক্ষমতা সম্পর্কে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা কাজ করবার জন্য প্রস্তুত। অতএব, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে দ্রুততর সময়ে সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের কাজগুলি সঠিকভাবে করার মাধ্যমে এই সংকটজনীত পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটানো।

উদ্দেশ্য

এই সনদ বা চার্টারটি জলবায়ু ও পরিবেশ সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত কর্মসূচীগুলোকে উজ্জীবিত ও পরিচালিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে, বিশেষত তাদের জন্য যারা এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভব করবে। এই সনদের অঙ্গীকারগুলি সংগঠন-নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়া উচিৎ যা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম এবং সংগঠনগুলির নিজস্ব ক্ষমতা ও ম্যান্ডেট দ্বারা অবহিত।

এই সনদটিতে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, প্যারিস চুক্তি, সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন এবং সাস্টেইনবল ডেভেলপমেন্ট গোলস্ এর উদ্দেশ্যগুলির প্রতিফলন রয়েছে। একই সাথে এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা আইন এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক আইন এবং মানদন্ড দ্বারা নির্দেশিত। এছাড়া, এটি প্রধান মানবিক সহায়তা বিষয়ক মানদণ্ডগুলি, যেমন আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট, দুর্যোগ ত্রাণে সহযোগী এনজিওগুলি, কোর হিউম্যানিটেরিয়ান স্ট্যান্ডার্ড অন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি, দ্যা প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড ফর প্রোটেকশন ওয়ার্ক এবং দ্যা স্ফিয়ার হ্যান্ডবুক এর আচরণবিধির পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।

আমরা স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলি একত্রিত হয়ে, এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ যে :

১. ক্রমবর্ধমান মানবিক সহায়তা সংশ্লিষ্ট আমাদের উদ্যোগগুলো বৃদ্ধি করি এবং মানুষকে জলবায়ু ও পরিবেশগত সংকটের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করি

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী অভিযোজন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং আগাম প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে আমরা অভিঘাত, চাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি ও সম্ভাবনা হ্রাস করব। আমাদের সমস্ত কাজের মধ্যে প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমের পাশাপাশি আমরা গ্রামীণ এবং নগর পরিবেশে পরিবর্তনশীল জলবায়ু এবং পরিবেশগত ঝুঁকিগুলি বিবেচনায় নিয়ে তা সমাধান করব। আমাদের সমগ্র কার্যক্রমের ভিত্তি হবে প্রাপ্ত তথ্য, স্বল্প-, মধ্য- ও দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু এবং পরিবেশ বিজ্ঞান এবং স্থানীয় ও দেশীয় জ্ঞান।

আমরা তাদেরকেই বেশি সহায়তা দেবো যাদের জীবনে ঝুঁকির মাত্রা সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া, আমাদের বিশেষ বিবেচনায় থাকবে কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যেমন লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধকতা; কাঠামোগত বৈষম্য, আইনি অবস্থা, দারিদ্র, প্রান্তিকতা, বাস্তুচ্যুতি, অভিবাসন, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরী অবস্থা বা সশস্ত্র সংঘাতের মতো পরিস্থিতি যা মানুষের বিপর্যয়ের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে। আমাদের সব সহায়তা কার্যক্রম এই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য পরিচালিত হবে।

২. আমাদের কাজের ক্ষেত্রে “স্থায়ীত্বশীল পরিবেশ” বিনির্মাণ ও গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ দ্রুত কমাবো

“Do no harm” অর্থাৎ “কোন ক্ষতি নয়” এই নীতির সাথে সংগতিপূর্ণভাবে সময়োচিত মানবিক সহায়তা প্রদানে আমাদের সক্ষমতা বজায় রাখবো। পরিবেশ ও জলবায়ুর যে ক্ষতি আমরা সচরাচর করি তা এড়িয়ে চলব, কমিয়ে আনবো এবং তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখবো। আমরা সুষ্ঠভাবে পরিবেশগত নীতিমালা মেনে চলব এবং আমাদের কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট প্রকিউরমেন্ট, যোগান ও কাজের স্থান সহ সমস্ত কিছুর স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত প্রভাবগুলি নিয়ম মাফিক মূল্যায়ন করব। আমরা এ সংক্রান্ত বৈশ্বিক “গোল” বা লক্ষ্যগুলি অনুসারে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করব। বন ও ভূমি সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে অপরিহার্য নিঃসরণগুলির মোকাবিলা করবার জন্য উচ্চমানের নিঃসরণ-হ্রাস প্রকল্পগুলিকে সাহায্য করব, যা হ্রাস প্রচেষ্টার পরিপূরক হবে কিন্তু তা বিকল্প হিসেবে কখনো বিবেচিত হবে না। জলসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে আমরা দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করবো ও সেই ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করব। আমাদের কার্যালয় ও কার্যক্রম থেকে উৎপন্ন বর্জ্যসমূহ যথাযথভাবে হ্রাস, নিয়ন্ত্রণ ও পরিত্যাগ করব।

৩. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাজ ও নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন ও সহায়তা প্রদান

আমাদের কর্মসূচী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্দেশিত হবে। আমরা তাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন এবং ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হতে সাহায্য করব। প্রাকৃতিক উপায়ে বা প্রকৃতি ভিত্তিক প্রশমণ ও অভিযোজন ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্ককে আমরা স্থানীয়, দেশীয় এবং ঐতিহ্যগত সূত্র থেকে শিখবো। আমরা স্থানীয়ভাবে পরিচালিত স্থায়ীত্বশীল সাড়দান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সমূহে বিনিয়োগ করব। আমাদের কর্মসূচীর পরিকল্পনা, পরিচালনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতিতে স্থানীয় জনগণের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবো এবং আমরা তাদের সকলের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করব।

৪. জলবায়ু ও পরিবেশগত ঝুঁকিগুলি বুঝবার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রমাণভিত্তিক সমাধনগুলির উন্নয়ন ও বিকাশ

দূর্যোগজনীত ঝুঁকি কমাতে, দূর্যোগ পূর্বাভাস পেতে ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমাদের সম্মিলিত ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবো। আমাদের কার্যক্রমের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করবার জন্য আমরা স্বল্প- ও দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু ও পরিবেশগত ঝুঁকি ও সুযোগগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও ধারণা বৃদ্ধি করব। সঠিক তথ্যের অভাব মোকাবিলায় সাহায্য করবার জন্য যখনই সম্ভব তখনই আমরা প্রাসঙ্গিক ও সহজলভ্য তথ্য যোগাড় ও বিশ্লেষণ করে তা সকলের মধ্যে ভাগ করে নেবো। আমরা আমাদের সমস্ত কর্মপ্রণালীতে এই ঝুঁকিগুলির মোকাবিলা সহজতর করতে আমাদের বিজ্ঞান, প্রমাণ, প্রযুক্তি ও যোগাযোগের ব্যাবহার আরও উন্নত করব।

৫. জলবায়ু ও পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবিলার কাজগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করতে সমগ্র মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর সাথে অধিকতর সংযোগ ও সহযোগীতা বৃদ্ধি

সমগ্র মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের ক্ষেত্র জুড়ে, বিশেষত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের সাথে আমরা আমাদের সহযোগিতা উন্নত করব। এছাড়া, আমরা স্থানীয় ও জাতীয় কর্তৃপক্ষ, পরিবেশ, উন্নয়ন ও মানবাধিকার বিভাগীয় কর্মী, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংগঠন, গবেষক, সরবরাহকারী ও “দাতা” সংস্থাসমূহের সাথেও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং এ বিষয়ে দক্ষতা ও কৌশল উন্নত করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো। আমরা বিশেষভাবে, জনমূখী ও জলবায়ু সহনশীল একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন স্থিতি অর্জনে আমাদের জ্ঞান ও মেধার বিনিময় করবো।

৬. গুরুত্বপূর্ণ ও আরও উচ্চাভিলাষী জলবায়ু কর্মসূচী এবং পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের জন্য আমাদের প্রভাব ব্যাবহার করা

জলবায়ু ও পরিবেশ সংকটের কারণ ও পরিণামের সমাধান এবং ঝুঁকি কমানোর জন্য আমরা সরকার, বিভিন্ন সংগঠন, বেসরকারি বিভাগ ও সকল স্তরের ব্যক্তিবর্গের উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপের আহ্বান জানাই। আমরা জনসাধারণের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশগত সংকটের বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিণাম প্রমাণসহ এবং প্রসঙ্গিক আইন, নীতি, বিনিয়োগ এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করার অঙ্গীকার করছি। আমরা আরও অঙ্গীকার করছি যে জলবায়ু ও পরিবেশ সুরক্ষার কার্যক্রম ও পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন, মানদন্ড ও নীতিমালা বাস্তবায়িত করবার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করব।

৭. আমাদের অঙ্গীকারগুলির বাস্তবায়নে কাজের অগ্রগতির পরিমাপ ও লক্ষ্য নির্ধারণ

আমরা জলবায়ু ও পরিবেশের ওপর আমাদের কাজের প্রভাব কঠোরভাবে পরিমাপ করব এবং তা স্বচ্ছভাবে প্রতিবেদন সমূহে বিবৃত করব। পরিষেবাপ্রাপ্ত জনগণের কাছ থেকে আমরা প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করব। এই সনদটি গ্রহণ করার পর প্রাসঙ্গিক মানদন্ড ও নির্দেশিকা ব্যাবহার করে এক বছরের মধ্যে (যদি ইতিমধ্যেই না কার্যকর হয়ে থাকে) আমরা আমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিগুলিকে সময়সীমাবদ্ধ লক্ষ্য এবং পরিকল্পনায় রূপান্তরিত করব। আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান ও সক্ষমতার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে লক্ষ্যগুলির নিয়মিত পর্যালোচনা প্রয়োজন হতে পারে। আমাদের কাজের পদ্ধতি পরিবর্তনের ফলে মানসিকতা ও কর্মপদ্ধতিরও পরিবর্তন হবে এবং সেই সাথে উল্লেখযোগ্য পরিবৃত্তি ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পরিবর্তিত হবে। আমরা আমাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করবার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বিনিয়োগ করব এবং বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় একে অপরের সাথে পূর্ণ সহযোগীতা করব। এক্ষেত্রে আমাদের “দাতা”দের সমর্থন অত্যাবশ্যক হবে।

সংযুক্তি : পরিভাষা

অভিযোজন (জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে) : পরিবর্তনশীল জলবায়ু এবং এর প্রভাবগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আমরা যা করি, অভিযোজন বলতে তাকেই বোঝায়। অভিযোজন ক্ষতি হ্রাস বা এড়ানোর অথবা সুবিধাজনক সুযোগের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করে। কিছু প্রাকৃতিক পরিস্থিতি, মানুষের কৌশলপূর্ণ হস্তক্ষেপ দ্বারা প্রত্যাশিত জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাবগুলির সাথে খাপ খাওয়াতে সহায়ক হতে পারে (আইপিসিসি, ২০১৮)।

আগাম প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম : অভিঘাত কিংবা তীব্র প্রভাব অনুভব করার আগেই সম্ভাব্য বিপর্যয়ের প্রভাব প্রতিরোধ করতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। এই ক্রিয়কলাপগুলি কোন পূর্বাভাসীত বিপদের প্রভাব এবং এই ঘটনাটি ঠিক কিভাবে উদঘাটিত হবে তার পূর্বানুমাণের ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়। এই পূর্বাভাসী কার্যক্রমগুলি ঝুঁকি হ্রাসে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের বিকল্প হওয়া উচিত নয় এবং ঝুঁকির মোকাবিলায় জনগণের ক্ষমতা আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করা উচিত।

জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি : মৃত্যু (বিলুপ্তিসহ), ধ্বংস বা হস্তকৃত অপসারণের মাধ্যমে ঘটা কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্যের কোন একটি বিশেষ উপাদানের হ্রাস (যেমন জেনেটিক বৈচিত্র্য, প্রজাতিগত বৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের স্তরে বৈচিত্র্য হ্রাস); এটি বিশ্বব্যাপী বিলুপ্তি থেকে শুরু করে জনসংখ্যার বিলুপ্তি পর্যন্ত বিভিন্ন স্কেলে হতে পারে যার ফলস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট স্কেলে সম্পূর্ণ বৈচিত্র্যের হ্রাস ঘটবে (আইপিবিইএস,২০২১)।

জলবায়ু কর্মসূচী : সমস্ত দেশে জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাবের বিরুদ্ধে এবং জলবায়ু সংক্রান্ত বিপদ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিরোধ ও অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। জলবায়ু কর্মসূচী হল ইউ এন সাস্টেইনবল ডেভেলপমেন্ট গোলস্ এর ১৩ নম্বর গোল বা লক্ষ্য (ইকএসওসি,২০১৯)।

জলবায়ু এবং পরিবেশ সংকট : পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু ও আবহাওয়ার চরমভাবাপন্ন ঘটনাসমূহ যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি, বায়ুদূষণ, ভূমির অবক্ষয়, অনিশ্চিত উৎপাদন ও ভোগ , গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন, সামুদ্রিক প্লাস্টিক বর্জ্য, প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যধিক শোষণ, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী সংক্রমণ এবং বিপজ্জনক পদার্থ ও কীটনাশকের ক্ষতিকর ব্যাবহার (ইউএনইপি : জিইও - ৬, ২০১৯)।

পরিবেশগত স্থায়ীত্ব : এটি একটি অবস্থা যেখানে পরিবেশের ওপর স্থাপিত চাহিদাগুলি পরিবেশের সক্ষমতা হ্রাস না করেই পূরণ করা যায় যাতে সমগ্র মানবজাতি বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে সুষ্ঠভাবে বসবাস করতে পারে। পরিবেশগত স্থায়ীত্ব জলবায়ু কর্মসূচীর থেকেও অনেক বিস্তৃত। জলবায়ু ও পরিবেশগত প্রভাবগুলিকে সীমিত করার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রশমিত করা সম্ভব, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে প্রদূষণ নির্গমন হ্রাস এবং সবুজায়নের অনুশীলনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি মানুষের স্থিতিস্থাপকতা অথবা সহনশীলতার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় (আইইউসিএন- অনুদিত তারিখ, আইইউসিএন-২০১৫, জিমেট-২০২০)।

প্রশমণ (জলবায়ু পরিবর্তনের) : গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন সীমিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং বায়ুমণ্ডল থেকে এই গ্যাসগুলির অপসারণ করবার কার্যকলাপগুলিকে উন্নত করা (আইপিসিসি, ২০১৮)।

প্রকৃতিভিত্তিক সমাধান : প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্র এর সুরক্ষা, সুস্থায়ী পরিচালনা এবং পুনর্বাসন করা, সামাজিক সমস্যাগুলি সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা বা তার সাথে মানিয়ে নিয়ে চলা এবং একই সাথে মানব কল্যাণ ও জীববৈচিত্র্যের উপকার করা (আইইউসিএন ২০১৬)।

Source: https://www.climate-charter.org/ Developed by All India Disaster Mitigation Institute (AIDMI). Special thanks to Muhammad Taher, Senior Consultant, Bangladesh, for *Bangla* language translation.